Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 69 & 70
January-March, April-June. 2022

উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা

The Instructions of the Prophet (PBUH) to Prevent Adulteration in the Manufactured Food Products

Md. Zafar Ali*

ABSTRACT

Allah (SWT) has made business lawful (Halal). The Prophet (PBUH) has inspired and urged people to carry out business in a lawful manner. However, some unscrupulous businessmen are defrauding people by mixing adulterants in the hope of more profit without adopting halal modes of business. Because of these people, the benign profession of business is being corrupted. the consumers are being cheated all the time, many gullible and innocent people are the poor victims of fraud. The volume of adulteration in business is increasing day by day. New ways of cheating are being exposed by adulterating the products through the adoption of various innovative techniques. This dreadful practice is engulfing each and every sphere of the society and causing severe damage to people. With the passage of time, it is becoming difficult to find honest, sincere, trustworthy and dedicated businessmen. In the present context, prevention of adulteration in food products has become one of the crucial demands of the time for the benefit of all. This article aims to portray a comparative analysis of the conventional laws and the instructions of the Prophet (PBUH) to prevent adulteration in the manufactured food products. This paper has even proposed several recommendations to amend the conventional laws. The author has explored descriptive, analytical and comparative methods of research and endeavoured to demonstrate that it is possible to prevent adulteration in the manufactured food products by following the instructions of the Prophet (PBUH).

Keywords: Manufactured Food Products, Prevention of Adulteration, Conventional Law, Instructions of the Prophet (PBUH).

* Md. Zafar Ali is a Lecturer in Arabic, Rampur Adarsha Alim Madrasah, Kamranga, Chandpur Sadar, Chandpur and M.Phil Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka; E-mail: mmzafarali@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হালাল উপায়ে ব্যবসা করার ব্যাপারে অনেক তাকিদ ও উৎসাহ দিয়েছেন। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী হালাল পন্থা অবলম্বন না করে বেশি লাভের আশায় ভেজাল মিশিয়ে ব্যবসায় প্রতারণা করছে। ব্যবসায়ের মত পবিত্র পেশাকে নানা রকম ভেজালের মাধ্যমে কলুষিত করা হচ্ছে। অহরহ ঠকানো হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাকে, প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সরল বিশ্বাসী নিরীহ অনেক মানুষ। ব্যবসায় ভেজালের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা অভিনব কৌশল অবলম্বন করে পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে প্রতারণার নব দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। সমাজের সর্বত্র ভেজালে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। কালের পরিক্রমায় সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকলের স্বার্থে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা যুগের অন্যতম চাহিদায় পরিণত হয়েছে। এ প্রবন্ধে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রচলিত আইন সংশোধনসহ কিছু বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

মূলশব্দ : উৎপাদিত খাদ্যপণ্য; ভেজাল প্রতিরোধ; প্রচলিত আইন; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা।

১.ভূমিকা

মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত ছিল। ব্যবসা করা তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশা, যা বহু পুরাতন ও সম্মানজনক পেশাও বটে। সম্ভ্রান্ত বংশের লোকজনসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ নবুওয়াতের পূর্বে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন; বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে ভ্রমণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের রা. মধ্যে অনেকেই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের রহ. মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যবসায়ের মাধ্যমে হালাল জীবিকার্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনেরও সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষকে ন্যায্য মূল্যে ভালো পণ্য প্রদান করার মাধ্যমে সামাজিক গুরু দায়িত্ব পালন করা যায়, এতে ভোক্তাও সীমাহীন খুশি হয়ে থাকেন। মানুষ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদেরকে খুশি করার কারণে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যবসায়ীদের প্রতি রহমত ও বরকতসহ অফুরান নেয়ামত দান করেন। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনাকারীগণ হাশরের ময়দানে মহান মর্যাদার আসনে সমাসীন হবেন। সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনাকারীগণ অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন না। মাঝে মাঝে তাঁরা অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে নানাবিধ বিপদের ও

ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অপরদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যবসায়ীদেরকে সহ্য করতে পারে না। তারা ইসলামী শরী'আতের নির্দেশনা অনুসরণ করে না, বরং নিজেদের খেয়াল-খুশি মত ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভ করতে চায়। বাজারের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়,অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে সাধারণ মানুষের জান-মালের কোন মূল্য নেই। অবৈধ আয়ের চিন্তায় তারা নামমাত্র ভালো পণ্যের সাথে জীবন ধ্বংসকারী নানা উপকরণ মিশিয়ে থাকে। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজালের মাধ্যমে প্রতারণা করা যেন বর্তমানে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে চলমান উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল মেশানোর চূড়ান্ত পর্যায় থেকে মুক্তির লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক নির্দেশনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটানো গেলে সামাজিক ব্যাধি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে হালাল পন্থায় ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সকল শ্রেণির ভোক্তা ও ক্রেতা সাধারণ সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভেজালমুক্ত নিরাপদ মানসম্মত খাদ্যপণ্য পেতে পারেন । ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে গড়ে ওঠবে সুন্দর সামাজিক বন্ধন। সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়াবে নিঃসংকোচে।

অত্র প্রবন্ধে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজালের স্বরূপ এবং ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগান্তকারী নির্দেশনা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটিতে গুণবাচক গবেষণার (Qualitative research) সকল ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনা বিষয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও গবেষণা পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ভেজালের সংজ্ঞায়ন, ভেজালের নানা ধরন বর্ণনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনা বিশ্লেষণমূলক এবং ইসলামী আইন ও দেশে প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞায়ন:

২.১ খাদ্যপণ্য: খাদ্য অর্থ আহার্য বস্তু, ভোজ্য দ্রব্য, খাবার ইত্যাদি। (Haque 2012, 317)

এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Food, Eatable, Meat, Comestibles, Pabulum, Meal ইত্যাদিএবং আরবি প্রতিশব্দ طعام، غذاء، قوت، مأكول ইত্যাদি।

"খাদ্য" অর্থ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন–খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য-তৈল, ফলমূল, শাকসব্জি ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন–সাধারণ পানি, বায়ুবাহিত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, এনার্জি-ড্রিংক ইত্যাদি)–সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য, প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামাল, যা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (Nirapod Khaddo Ain, 2013)

খাদ্য উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানও খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

আহার্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত রঞ্জক, সুগন্ধি, মশলা, সংযোজন-দ্রব্য, সংরক্ষণ-দ্রব্য, এন্টি-অক্সিডেন্ট, যা মূল আহার্য নয় কিন্তু খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্য বলে ঘোষিত দ্রব্যাদি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মোটকথা, খাদ্যপণ্য বলতে যে সকল পণ্য পানাহার যোগ্য অথবা ক্ষুধা নিবারণে ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে বোঝায়।

২.২ ভেজাল:ভেজাল শব্দের অর্থ মিশ্রিত, মেকি, খাঁটি নয় এমন, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ (Haque 2012, 936)।

ভেজালের আরবি প্রতিশব্দ الغش، مزيف، مغشوش، ممذوق **ইত্যাদি।** তবে পণ্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এক্ষেত্রে غش শব্দটি ব্যবহার করেছেন (Muslim ND, 99)।

ইব্ন মানযূর বলেন:

> الغش: نقيض النصح وهو مأخوذ من الغشش المشرب الكدر؛ ومن هذا الغش في البياعات
>
> 'নুস্হ'-এর বিপরীত হলো الغش। এটি الغشش থেকে গৃহীত। অর্থ: ঘোলা পানি। এ অর্থের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া বা ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটি ব্যবহৃত হয় (Al-Ansārī ND, 323)।

أحكام الغش التجارى শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বলা হয়েছে,

> وانما اشتهر اسم الغش في مجال المعاملاة التجارية لأنه الميدان الذى يتجلى فيه الغش بوضوح ويكثر وقوعه فيه نتيجة الحرص على جمع المال وزيادة الثروة.
>
> ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে الغش বা প্রতারণা শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতারণা মোটাদাগে ধরা পড়ে এবং সম্পদ জমা ও বৃদ্ধির লোভের ফলশ্রুতিতে বেশি প্রতারণা সংঘটিত হয় (Al dūsarī 1996, 12)।

الغش শব্দটি অভিধানে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সবগুলোই একটি অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সেটি হলো الخداع বা প্রতারণা (Abū Ḥabīb 1993, 274)।

প্রকৃত বস্তুর সাথে খাঁটি ও প্রকৃত নয় (ক্ষতি ও নিম্নমানের গোপন থাকে) এমন বস্তুর মিশ্রণকে 'ভেজাল' বলে। কুরআন ও হাদীসে 'ভেজাল' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে, যা ব্যবহারিক বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার দিক থেকে বহু শব্দসমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে (Raḥman 2002, 356)।

'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'–এর প্রথম অধ্যায় এর ২-এর ২৯ ধারায় ভেজালের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

> (২৯) **'ভেজাল খাদ্য'** অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ–

(ক) যাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করার জন্য এরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হয়েছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা

(খ) যাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়েছে যার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং যার ফলে তার গুণাগুণ বা পুষ্টিমাণ হ্রাস পেয়েছে; বা

(গ) যার মধ্য হতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করার মাধ্যমে আপাতঃ ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করে খাদ্যদ্রব্যের আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয় (Nirapod Khaddo Ain 2013, 8827)।

উক্ত আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ (১৬) ধারায় বলা হয়েছে, **'নকল খাদ্য'** অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অনুনোমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

আধুনিক গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান খাদ্যে ভেজালের সংজ্ঞায় বলেন,

تقديم المواد الغذائية للمستهلك على خلاف المواصفاتوالمقاييس الفنية للدولة.

'রাষ্ট্র নির্ধারিত গুণ ও মানের বিপরীত খাদ্যদ্রব্য ভোক্তাকে সরবরাহ করাকে ভেজাল খাদ্য বলে (Nasman 2019, 11)।

আল-মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হি.) বলেন,

الغش : ما يخلط من الرديء بالجيد.

ভালো পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করাকে ভেজাল বলে (Al ḥaddādī 1990, 252)।

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه.

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ত্রুটি গোপন করা ও তাতে ভেজাল প্রদান করা ধোঁকার শামিল। যেমন, পণ্যের উপরের অংশ নিচের অংশের চেয়ে ভাল হওয়া (Ibn Taimīyah ND, 15) ।

তিনি আরো বলেন,

ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات، كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو

يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك.

পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধোঁকা বা ভেজাল প্রদান করা হয়। যেমন যারা রুটি তৈরি করে, খাবার রান্না করে, ডাল, কাবাব প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে অথবা যারা পোষাক তৈরি করে যেমন, তাঁতি, দর্জি প্রমুখ অথবা যারা অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করে তাদের কর্তব্য হলো, প্রতারণা, খিয়ানত ও পণ্যের ত্রুটি গোপন করা থেকে বিরত থাকা। এদের মধ্যে রয়েছে রসায়নবিদগণ, যারা জাল মুদ্রা তৈরি করে এবং মণি-মুক্তা ও আতর প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান করে (Ibn Taimīyah ND, 15)।

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন,

والغش هو الشيء فيه عيب فيخفيه البائع ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة، ولكنه من الداخل على عكس الذي يراه الناس، مثل أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل، ولكن أذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف عن أعلاها، فهذا من الغش.

বিক্রেতা কোন পণ্যের ত্রুটি গোপন করে এমনভাবে তা বিক্রয় করে যে, বাহ্যিকভাবে সেটাকে ভালো-নিরাপদ মনে হয়। কিন্তুভেতরটা মানুষ (বাহ্যত) যা দেখেতার বিপরীত। যেমন বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের বাহ্যিকটা দেখতে সুন্দর। কিন্তু উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলে তার নিচেরটা উপরের অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত পাওয়া যায়, এটাই হলো প্রতারণা বা ভেজাল (Al Ābbād ND, 62)।

মোটকথা, ভেজাল বলতে কেবল পণ্যসামগ্রীতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা পদার্থ মিশানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পণ্যের ত্রুটি গোপন করা, ভালো পণ্যের সাথে খারাপ পণ্য মেশানো, জাল মুদ্রার প্রচলন, ওজনে কম দেওয়া, পণ্যের মিথ্যা গুণাগুণ বর্ণনা করা, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় করা এসকল বিষয় ভেজাল ও প্রতারণার শামিল (Ibn Musa Naṣr 2008, 32)।

যা সঠিক ও মানসম্পন্ন নয়, বরং অখাদ্য অথবা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেটাই ভেজাল হিসেবে গণ্য হবে।

৩. উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজালের বিভিন্ন ধরন

নানা উপায়ে খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। ভেজাল মিশ্রণের তালিকা দিন দিন প্রশস্ত হচ্ছে। তার মধ্য থেকে কিছু সাধারণ ভেজাল মেশানোর চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৩.১ মাছ ও সবজিতে ফরমালিন

ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের হীন আশায় অসাধু ব্যবসায়ীগণ ফরমালিনসহ জীবন ধ্বংসকারী নানা রকম কেমিক্যাল মিশিয়ে মাছকে বিপজ্জনক বিষে পরিণত করছে। যার ফলে বর্তমানে সারাদেশের হাট-বাজার ও অলি-গলি খুঁজে কেমিক্যালমুক্ত মাছ পাওয়া বড় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে । গবেষণায় দেখা যায়, মাছ আহরণ স্থল থেকেই প্রয়োগ করা হয় নিষিদ্ধ ফরমালিন। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছে ইঞ্জেকশনের

মাধ্যমে ফরমালিন পুশ করা হয়। আর ছোট আকারের মাছগুলো ফরমালিন মিশ্রিত পানিতে চুবিয়ে তাজা রাখার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে থাকে মাছ ব্যবসায়ীগণ। এছাড়া অভিনব কায়দায় ফরমালিন দেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি জানা গেছে; তা হলো ফরমালিনযুক্ত বরফ দ্বারা মাছের গায়ে ফরমালিন প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সবুজ শাক সবজিতেও মেশানো হচ্ছে নিষিদ্ধ ফরমালিন। সবজির আড়ত অথবা খুচরা ব্যবসায়ীরা স্প্রে করে সবজিতে এ ধরনের কেমিক্যাল মিশিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাজা রাখার চেষ্টা করে। এ ছাড়া শাক-সবজি উৎপাদনকারীগণ নানা রকম সার ও কীটনাশক জাতীয় বিষ স্প্রে করে থাকে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর; কারণ এ সকল সবজিতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিষক্রিয়া কার্যকর থাকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, শাক-সবজি কেনার পর কয়েক দিন পরেও এতে পঁচন ধরে না, বরং তাজা থাকে (Majūmdār 2016)। ভেজালের ভিড়ে টাটকা ও নিরাপদ শাক-সবজি পাওয়া বড় দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে।

৩.২ বেকারি খাদ্যপণ্যে ভেজাল

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বেকারি রয়েছে। এসব কারখানায় নিম্ন মানের খাবার প্রস্তুত করাসহ পরিবেশ দুর্গন্ধ ও কাঁদাযুক্ত থাকায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যগত অসচেতনতার কারণে ঘামে চুপসানো শরীর নিয়ে খালি গায়ে আটা-ময়দা মিশ্রিত করে থাকে, এ সময় তাদের গায়ের নোংরা পানিও প্রস্তুতকৃত পণ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকে! বেকারির খাদ্যপণ্যে ভেজাল আটা, ময়দা, ডালডা, তেল, পঁচা ডিমসহ নিম্নমানের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও হরেক রকমের কেক ও রুটি তৈরির জন্য বেকারিগুলোতে পিপারমেন্ট, সোডা ও বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সতেজ রাখার জন্য ট্যালো, ফ্যাটি অ্যাসিড ও ইমিউসাইল্টিং, টেক্সটাইল রঙসহ নানা ধরনের নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ব্যবহার করে থাকে। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, বেকারির পাউরুটিতে ক্যান্সার তৈরির উপকরণ পাওয়া গেছে! (Prothom Alo, Sep. 14, 2021) এ ধরনের ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে জটিল রোগ শরীরে বাসা বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের মূল্যবান জীবন বিপন্ন হতে পারে।

৩.৩ দুধের ব্যবসায় ফরমালিন ও মেলামাইন

ব্যবসায় ভেজাল মিশ্রণের ব্যাপারে দুধ ব্যবসায়ীরাও জড়িত। কেবল দুধে পানি মেশানো নয়, বরং নকল দুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করছেন এক শ্রেণির মনুষ্যত্বহীন অসাধু ব্যবসায়ী। ছানার ফেলনা পানি, খাবার পানি, থাইসোডা, পার অক্সাইড, ময়দা, ভাতের মাড় ও চিনি মিশিয়ে আগুনে ফুটিয়ে কাটিং অয়েল এবং এসেন্স মিশিয়ে দুধকে সুবাসিত করা হয়। কয়েক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দুধে সাদা রং আনয়ন করা হয়; আর দীর্ঘ সময় সতেজ রাখার জন্য এতে ব্যবহার করা হয় ফরমালিন। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নকল দুধ নামি-দামি ব্রান্ডের কোম্পানির মাধ্যমে অথবা তাদের নাম ব্যবহার করে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়কজাত করে

বাজারজাত করা হয় (Majūmdār 2016)। সাধারণ মানুষ ভালো কোম্পানির লেবেল দেখে নকল দুধ ক্রয় করছে, এতে তারা মারাত্মকভাবে প্রতারিত হচ্ছে অহরহ। শিশুদের জন্য তৈরি গুঁড়োদুধেও বিষাক্ত এবং জীবন ধ্বংসকারী উপাদান মেশাতে প্রতারকরা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না।

২০০৮ সালে শিশুখাদ্য হিসেবে পরিগণিত গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব পাওয়ার বিষয়ে গোটা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। এমনকি মেলামাইনযুক্ত গুঁড়োদুধ খেয়ে তখন চীনে তিন লাখ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কমপক্ষে ৬ জন শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল (Prothom Alo, Aug. 26, 2010)। দুধে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি দেখানোর জন্যই মেশানো হয়েছিল এই রাসায়নিক পদার্থ। প্রকাশ থাকে যে, মেলামাইন কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ। যা মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর (At taḥrir 2008, 24-26)। বাংলাদেশে দুধ বিক্রেতাদের প্রতারণার চিত্র ফুটে উঠেছে একটি গবেষণায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের সাবেক পরিচালক এবং ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ও তাঁর গবেষকদল দুধের ১০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১০টিতেই ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছেন (Prothom Alo, Jul. 14, 2019)। এমনিভাবে ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করে ব্যবসায় পরিচালনা করছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী।

৩.৪ মিষ্টিতে গুঁড়োদুধ ও ময়দা

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের মিষ্টি ব্যবসায়ীরা নিত্য নতুন কায়দায় ক্রেতা ঠকানোর মহাযজ্ঞে লিপ্ত রয়েছে। মিষ্টি তৈরি করা থেকে বিক্রয় করা পর্যন্ত কয়েকভাবে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। মিষ্টি তৈরিতে গরুর খাঁটি দুধের পরিবর্তে নকল দুধ অথবা গুঁড়োদুধ ও ময়দা ব্যবহার করা হচ্ছে। ভেজাল বিরোধী অভিযানে এ ধরনের প্রতারণার প্রমাণ মিলেছে যে, হোমমেড রসগোল্লা নামের পণ্যের পুরোটিই ভেজাল মিশ্রিত। মিষ্টি বিক্রয়ের সময় ভারি প্যাকেট ব্যবহার করে ক্রেতাকে দামে ঠকিয়ে আরেক দফা প্রতারিত করা হয়। ছোট কোন দোকানে নয়, বরং নামি-দামি মিষ্টির দোকানেও ভারি প্যাকেট ব্যবহার করে ক্রেতাকে ঠকানো হচ্ছে। অভিযানে উঠে এসেছে এক ভয়ংকর তথ্য, মিষ্টির খালি প্যাকেটের ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম। তার মানে ক্রেতা ১ কেজি মিষ্টির টাকায় পাচ্ছেন মাত্র ৮০০ গ্রাম মিষ্টি! (Prothom Alo, Jan. 16, 2018) মিষ্টি ব্যবসায়ীরা দধি ব্যবসায়ও একই উপায়ে ভেজালের মাধ্যমে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

৩.৫ পানি ব্যবসায় অনিয়ম

পানির অপর নাম জীবন। জীবন বাঁচানোর অন্যতম এই উপাদান বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। নামে-বেনামে অসংখ্য নকল কারখানা বানিয়ে পুকুর, ডোবা অথবা ওয়াসার পানি নিয়ম মাফিক বিশুদ্ধকরণ ব্যতীত বোতলজাত করে 'বিশুদ্ধ মিনারেল ওয়াটার' নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে! এমনকি যে

সকল বড় প্লাস্টিক জার বাসায় অথবা দোকানে পৌঁছে দেওয়া হয়, তা-ও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতে, কোনো রকম অনুমোদন ছাড়াই ওয়াসার সরবরাহ লাইনের পানি গামছায় ছেঁকে বোতলে ভরে রমরমা ব্যবসা করা হচ্ছে।(Majūmdār 2016)। এ সকল অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ধোঁকায় পড়ছেন, অনিরাপদ ও দূষিত পানি পান করে ভুগছেন মারাত্মক পানি বাহিত বিভিন্ন রোগে।

৩.৬ কোমল পানীয় ও জুসে ক্ষতিকর রাসায়নিক

কোমল পানীয় ও জুস ব্যবসায়ীরা মানুষকে অত্যন্ত কৌশলে প্রতারিত করছে। কারণ যে কোন কোমল পানীয় উৎপাদন ও বোতলজাতের ক্ষেত্রে প্রথম শর্তই হচ্ছে, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এ সকল নিয়ম-কানূনের তোয়াক্কা না করে যাচ্ছেতাইভাবে নিম্নমানের কোমল পানীয় ও জুস ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। নির্ধারিত ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তরল উপকরণগুলো ফুটিয়ে তা রিফাইন করার মাধ্যমে সংমিশ্রণ ঘটানো এবং বোতলজাত করা থেকে মুখ লাগানো পর্যন্ত সবকিছু স্বয়ংক্রিয় মেশিনে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার কথা। উৎপাদনকারীরা কারখানার নোংরা পরিবেশে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বাদ দিয়ে জুস উৎপাদনে পঁচা টমেটো, মিষ্টি কুমড়া ও নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করছে (Majūmdār 2016)।

তাছাড়া নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ জুস বিক্রয় করার খবর মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে। (Prothom Alo, Jul. 14, 2014)। উৎপাদিত এ সকল জুস ক্রয় করে মারাত্মকভাবে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ, ভুগছে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নানা রকম জটিল অসুখে।

৩.৭ মুড়িতে ইউরিয়া

মুড়িতে লবণের পরিবর্তে ইউরিয়া মিশিয়ে একে অখাদ্যে পরিণত করা হচ্ছে। অসুস্থ প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে মুড়িকে লম্বা, সাদা, ফাঁপানো ও আকর্ষণীয় করতে খোদ আড়তদাররা গ্রামের মুড়ি কারিগর তথা বেপারীদেরকে ইউরিয়া সার সরবরাহ করে। মুড়ি ব্যবসায়ীদের প্রতারণার আরও এক ধাপ ভেজাল মেশানোর রূপ হলো, মুড়িতে ইউরিয়ার সঙ্গে হাউড্রোজ মিশানো। (Bangladesh Protidin, May. 6, 2019)। এ সকল রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। মানুষ না বুঝে এ সকল নিম্নমানের মুড়ি খেয়ে নানা রকম অসুখে ভুগছে।

৩.৮ মসলায় ভেজাল মিশ্রণ

অধিক মুনাফার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীরা মসলায় কাপড়ের রঙ, নিম্ন মানের দুর্গন্ধযুক্ত পটকা মরিচের গুঁড়া, ধানের তুষ, ইট ও কাঠের গুঁড়া, মটর ডাল ও সুজি ইত্যাদি মেশাচ্ছেন। বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভেজাল মসলা উৎপাদনকারীরা গুঁড়া মরিচের সঙ্গে মেশাচ্ছেন ইটের গুঁড়া, হলুদে মটর ডাল, ধনিয়ায় স মিলের কাঠের গুঁড়া ও পোস্তাদানায় সুজি। এছাড়া মসলার রঙ আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকমের কেমিক্যাল। মসলার ওজন বৃদ্ধির জন্য অসাধুচক্র ধানের ভুসি

মেশানোর দৌরাত্ম প্রদর্শন করতেও পিছপা হয় না। তারা প্রথমে গোপনে নকল মসলা উৎপাদন করে আকর্ষণীয় মোড়কে ভরে বাজারজাত করে, আবার কখনো কখনো নামি-দামি কোম্পানির লেভেল লাগিয়ে বিক্রয়ের চেষ্টাও করে থাকে (Majūmdār 2016)। এ ধরনেরব্যবসায়ীদের কারণে সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ভেজাল গ্রহণ করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় জীবন ধারণের মৌলিক উপাদান খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে প্রতারণা করে ভোক্তা সাধারণের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। খাবারে বিষ জাতীয় মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিক্রয় করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে এ সকল খাবার খেয়ে সাধারণ মানুষ অ্যালার্জি, চর্মরোগ, বমি, মাথাব্যথা, খাদ্য বিষক্রিয়া, অরুচি, উচ্চ রক্তচাপ, ব্রেন স্ট্রোক, লিভার সিরোসিস, কিডনি ফেলিউর, ক্যান্সার, হৃদযন্ত্রের অসুখ ও হাঁপানিসহ নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। (Majūmdār 2016) কোন্ ধরনের খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশ্রিত হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা বেশ জটিল ব্যাপার। 'জাতীয় জীবনে ভেজাল খাদ্যের ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব' শীর্ষক আলোচনায় 'আইসিডিডিআর,বি'-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এস কে রায়ের তথ্য মতে, বিভিন্ন খাদ্যপণ্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৭৬ দশমিক ৩২ শতাংশ খাবারেই ভেজাল। খাবারে প্রায় ২০০ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করার করা হয়। (Prothom Alo, Aug. 11, 2011) এখানেই শেষ নয়, দিন দিন ছদ্মবেশী ব্যবসায়ী প্রতারকচক্র ভেজালের মাধ্যমে নানা রকমের প্রতারণার নতুন নতুন জাল বিস্তার করেই চলেছে।

৪. খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রচলিত আইন

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল মেশানোদণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে কিছু আইন থাকলেও পূর্বে মূল আইনটি ছিল পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯। ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণীত হওয়ার সাথে সাথে আইনটির ৯০ ধারা অনুসারে পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯ রহিত হয়েছে। প্রচলিত আইনে রয়েছে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা এর উপাদান বা বস্তু, কীটনাশক বা বালাইনাশক, খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপনন বা বিক্রয় করা 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য হবে। প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দণ্ড হিসেবে রয়েছে, অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর কিন্তু অন্যূন চার বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। পুনরায় একই অপরাধ করলে পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড (Nirapod Khaddo Ain.2013. 92)।

কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য হবে। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। পুনরায় একই অপরাধ সংঘটনের দণ্ড হিসেবে তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড (Nirapod Khaddo Ain.2013. 92)।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অপরাধীদের রাজনৈতিক বা সামাজিক দৌরাত্মসহ বিভিন্ন কারণে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

৫. খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে জীবিকার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর দেখানো পন্থা ও নীতি অবলম্বন করে সাহাবীগণ রা., তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ীগণ রহ. ও পরবর্তী অসংখ্য আমানতদার ব্যবসায়ীগণ ভেজাল ও প্রতারণামুক্তভাবে সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ব্যবসায় ভেজালের মাধ্যমে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে জঘন্যতম ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে তিনি যুগোপযোগী নানা নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

৫.১ সততার সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করা

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন। প্রিয় নবী ﷺ ব্যবসাকে উত্তম পেশা হিসেবে আখ্যা দেন এবং নিজেও নবুওয়াতের পূর্বে ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁর ব্যবসায়িক নীতি ছিল স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার গুণে গুণান্বিত; যা সকল ব্যবাসায়ীর জন্য সর্বযুগে অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে রয়েছে। সততার সাথে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করাকে রাসূল ﷺ অন্যতম ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি সৎ ব্যবসায়ীদেরকে অনেক উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, সাইয়িদুনা আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন,

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথী (Al-Tirmīdhī ND, 1209)।

হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হলো, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনাকারীগণ পরকালীন জীবনে আম্বিয়া কিরাম আ., সিদ্দিকিন ও শোহাদায়ে কিরামের রা. সঙ্গী হওয়ার মহাসুযোগ লাভ করে ধন্য হতে পারবেন। এমন সুবর্ণ সুযোগ লাভের জন্য ব্যবসায়ীদের সততার সাথে ব্যবসায় করা একান্ত প্রয়োজন।

৫.২ ব্যবসায় প্রতারণা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রতারণা করাসহ সকল ধরনের প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছেন। প্রতারকদেরকে তিনি স্বীয় উম্মত হিসেবে গণ্য না করার কঠিন হুঁশিয়ারি জারি করেছেন।পণ্যমূল্য জানে না এমন ক্রেতার নিকট থেকে তার সরলতা ও অজ্ঞতাকে পুঁজি করে কোনো পণ্যের বেশি মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং এটা এক ধরনের প্রতারণা (Islam 2020, 83)।

ধোঁকা প্রতারণা প্রবঞ্চনার সকল রূপ ও উপায়কে হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। সেটা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় বিষয়েই হোক, কোনক্রমেই জায়েয নয় (Raḥīm 2011, 216)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেজালের মাধ্যমেপ্রতারণাকে নিন্দনীয় আচরণের অন্তর্ভুক্ত করে এর সাথে জড়িতদেরকে বর্জনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় (Muslim ND, 101)।

হাদীস শরীফে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রা. হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি নবী ﷺ- এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাঁকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়। তখন নবী ﷺ বললেন,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে, কোন প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা নেই।" (Al-Bukhārī ND, 2070) প্রতারণা থেকে মুক্ত থেকে সৎভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার প্রতি অত্র হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৫.৩ পণ্যের দোষ গোপন না করা

পণ্য বিক্রয়ের ইচ্ছা পোষণ করলে তাতে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি থাকলে অবশ্যই ক্রেতাকে তা জানাতে হবে। ক্রেতাকে অবগত না করা এক ধরনের অপরাধ, কারণ এর দ্বারা ক্রেতা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন রাখাকে ব্যবসায়িক নীতিবিরুদ্ধ আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে, সায়িদুনা আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامْ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ الله. قَالَ : اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন একটি খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার মধ্যে স্বীয় হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কী? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল ﷺ তাঁকে

বললেন, তাহলে তুমি কেন ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় (Muslim ND, 102)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন:

لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّبِيْعَ شيئاً اِلاَّ بيَّن مَا فِيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لأحديَعْلَمَ ذَالِكَ اِلاَّ بَيَّنَهُ.

পণ্যের দোষ-ত্রুটির বিবরণ না দিয়ে পণ্য বেচা-কেনা করা কারো পক্ষে হালাল নয়। আর যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে (পণ্যের ত্রুটি) জ্ঞাততার জন্য বিবরণ না দেওয়া (তথ্য গোপন করা) বৈধ নয় (Al Ḥākim 1990, 2/2157)।

উপর্যুক্ত দুটি হাদীস থেকে প্রতীয়মান হলো যে, পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতার সামনে প্রকাশ করতে হবে, ক্রেতা সন্তুষ্টচিত্তে তা ক্রয় করে নিলে শরীয়তে কোন আপত্তি থাকবে না। পবিত্র কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত (Al-Qurān, 4:29)।

ক্রেতার সাথে প্রতারণা করলে ক্রেতাগণ সন্তুষ্ট থাকার প্রশ্নই আসে না। বর্তমানে প্রচলিত ব্যবসায়িক প্রতারণার মাধ্যমে অন্যায় ও যুলম করে অন্যের সম্পদ ভোগ করা হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত ও মাযলুম (নির্যাতিত) হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

৫.৪ সঠিক ওজনে পণ্য বিক্রয় করা

বিক্রেতার অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, ক্রেতার পছন্দনীয় পণ্য সঠিক পরিমাপে বুঝিয়ে দেওয়া। ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ওজনে কম দেওয়া একটি জঘন্য পাপের কাজ, যা করতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয় (Al-Qurān, 83:1-3)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজনে কম দেওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

لَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجُوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসিবত এবং শাসকদের যুলম-অত্যাচার (Ibn mājah ND,4019)।

ওজনে কারচুপিকারীদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে ইবন 'আব্বাস রা.- এর নিম্নোক্ত হাদীসে:

لاَ نَقَصَ قَوْمٍ اَلْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقَ.

কোনো জাতি পরিমাপযন্ত্র ও পাল্লা ত্রুটিযুক্ত করলে তাদের রিযিক কর্তন করা হয় (Ibn Mālīk ND, 5370)।

সুতরাং নিজেদের স্বার্থে ওজনে কম দেওয়ার মাধ্যমে প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা সকল ব্যবসায়ীর জন্য অত্যাবশ্যক। মহানবী ﷺ ব্যবসায়িক লেন-দেনে দ্রব্যাদি ও মালামালের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে অর্থাৎ এ ধরনের অনিশ্চিত কোন কিছু থাকলে সে ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ করেছেন (Islam 2014, 53)।

৫.৫ খারাপ মাল বিক্রয়ের দ্বারা কারো ক্ষতি না করা

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খারাপ মাল বিক্রয়ের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করা ইসলাম সমর্থন করে না। ভালো মালের সাথে খারাপ মাল মিশিয়ে বিক্রয় করা এক ধরনের জঘন্য প্রতারণা। এর মাধ্যমে ক্রেতাগণ সরল বিশ্বাসে ভালো মাল হিসেবে চড়া দামে পণ্য কিনে প্রতারিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। পাশাপাশি বিক্রেতা সাময়িক ব্যবসায়িক ফায়েদা লাভ করলেও প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে নিজের ক্ষতি ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের পাপের কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে তাগাদা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, 'উবাদা ইবন সামিত রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন,

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং কারো ক্ষতি করো না (Ibn Mājah ND, 1909)।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ভেজাল মেশানো, ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করা ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত। মন্দ জিনিস ভালো বলে চালিয়ে দেওয়া, ভালোর সঙ্গে মন্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম (Abul khair ND, 7)।

অন্যের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করে প্রতারক ব্যবসায়ীগণ সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে। ফলে সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫.৬ মিথ্যা শপথ বর্জন করা

কিছু কিছু বিক্রেতা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যের দাম বাড়িয়ে বিক্রয়ের চেষ্টা করে থাকে। সরল বিশ্বাসী ক্রেতাগণ তাদের শপথের কারণে বেশি দামে পণ্য ক্রয় করে প্রতারিত হয়ে থাকেন। ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা শপথ করা মারাত্মক গুনাহের কাজ। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা শপথকারী বিক্রেতার উপর রাগ করে থাকেন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রিয় নবী ﷺ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে,

اَلْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

শপথ পণ্যের কাটতি বাড়ায় কিন্তু বরকত বিলুপ্ত করে দেয় (Abū Dāūd 1997, 302)।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু যার রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু যার রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তিনি বললেন, ১. যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, ২. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং ৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করে ও তা চালু করার চেষ্টা করে (Muslim ND,106)।

অন্য এক হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ.

চার ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন। মিথ্যা শপথে ক্রয়-বিক্রয়কারী, অহংকারী ফকির, বৃদ্ধ যিনাকারী ও অত্যাচারী নেতা (An Nasā'ī ND, 2575)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অপর এক হাদীসে মিথ্যাবাদী ও অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি নিন্দা জানিয়ে বলেছেন:

اَلتُّجَّارُ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ.

ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে। তবে যে ব্যবসায়ী আল্লাহকে ভয় করে, সদাচারী হয় এবং সততা অবলম্বন করে সে ব্যতীত (Tirmīdhī ND,1210)।

উপরের হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হলো যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা আল্লাহ পাকের ক্রোধের পাত্র হওয়ার মত মারাত্মক গুনাহের কাজ। সৎ ব্যবসায়ীর জন্য এটি অবশ্যই বর্জনীয় বিষয়।

ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি কিরা-কসম করা নবী ﷺ পছন্দ করতেন না। কেননা তাতে প্রথমত, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ধোঁকাবাজির মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, তাতে আল্লাহর পবিত্র নামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়। (Al Qarḍāwī/ Raḥīm 1948, 348) মিথ্যা কসম থেকে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫.৭ ক্রয়-বিক্রয়ে আমানতাদারিতা রক্ষা করা

ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্যতম মূলনীতি হলো সততা ও আমানতদারিতা; কোনোরূপ খেয়ানতের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যবসায় নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ব্যবসায়িক অংশীদার অথবা ক্রেতার সাথে যে কোন প্রকার খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা ব্যবসায়ীদের জন্য অপরিহার্য বিষয়। খেয়ানতমুক্ত হয়ে সততা ও আমানতদারিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায় করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বারোপ করেছেন।

খেয়ানতকারীদের ব্যাপারে রয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারী বাণী। হাদীস শরীফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

اِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, যৌথ লেনদেনকারী দু'জন ব্যক্তির সাথে আমি সাহায্যকারী হিসেবে তৃতীয়জন থাকি, যতক্ষণ তারা একে অপরের খেয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ না করে। যদি একে অপরের খেয়ানত করে আমি তাদের থেকে বের হয়ে যাই (Abū Dāūd 1997, 3383)।

সুতরাং কোনোরূপ খেয়ানতের আশ্রয় গ্রহণ করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া কোনো বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর কাজ হতে পারে না।

৫.৮ বিক্রীত বস্তু ফেরত দানের সুযোগ দেওয়া

ক্রয়-বিক্রয়ে কোন ক্রেতা প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা করলে সে যেন বিক্রেতার কাছে ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দিতে পারে তার সুযোগ রাখার বিধান ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এই শর্ত মেনে চলার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রতারণা থেকে মুক্ত থেকে সৎভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার প্রতি হাদীসে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হাকীম ইবন হিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَاِنْ كَتَمَا وَكَذِبَا مَحَقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অবকাশ থাকবে (ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার), যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তবে তাদের দু'জনের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা পণ্যের দোষ গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত নির্মূল হয়ে যাবে (Al Bukhārī ND, 2067)।

ক্রয়-বিক্রয়ে ইখলাস ও সততা থাকলে তাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। এর বিপরীত হলে তা রহমতশূন্য নিছক একটি কর্মে পরিণত হবে।

৫.৯ হালাল-হারামের মিশ্রণ থেকে বেঁচে থাকা

ব্যবসায়-বাণিজ্যে হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে হালাল-হারামের সংমিশ্রণ ঘটানো থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকতে হবে। কারণ হালাল-হারাম পার্থক্য না করে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হাদীস শরীফ দ্বারা নিষিদ্ধ এবং এটি কিয়ামতের আলামতও বটে। যেমন, হাদীস শরীফে রয়েছে, আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

মানুষের নিকট এমন যুগ আসবে, যখন সে পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে (Al Bukhārī ND, 2013)।

সুতরাং সকল ক্ষেত্রে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতে হবে। হারাম সম্পদ ভক্ষণের কারণে ইবাদত কবুল হবে না। হারাম ভক্ষণকারীদের জাহান্নামের অনলে জ্বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ سُحْتٍ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ.

শরীরের যে গোশত হারাম (উপায়ে অর্জিত সম্পদ) দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না; বরং হারাম খাদ্য দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যেক গোশত জাহান্নামের উপযুক্ত (Aṭ ṭabarānī ND,625)।

প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার পর ইবাদত করে নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেও পরকালে রিক্ত হস্তে উত্তোলিত হতে হবে। কারণ তার দ্বারা অন্যের হক নষ্ট হয়েছে, যার হক সে নষ্ট করেছে তার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের নেক আমল দেওয়ার কারণে নিজেকে রিক্ত হস্ত হতে হবে।

৬. খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশ্রণের শাস্তি

খাদ্যপণ্যে ভেজাল মেশানোর মত গর্হিত কাজ প্রতিরোধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ, খুলাফায়ে রাশিদীন এবং ইসলামী শাসনামলে বিভিন্ন যুগে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

৬.১ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বাজারে ঘুরে বিভিন্ন পণ্যের মান যাচাই করে দেখতেন। কোন পণ্য মানসম্পন্ন না হলে বিক্রেতাকে সে বিষয়ে সতর্ক করতেন। তিনি হিসবাহভিত্তিক[১] মোবাইল কোর্ট চালু করেছিলেন এবং তার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন। তিনি উমার রা. কে মদীনার বাজার তদারকির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। (Al kassanī 1986, 287) মক্কা বিজয়ের পর মহানবী ﷺ সাঈদ ইবনুল 'আস রা.- কে মক্কার বাজার তদারকির জন্য প্রেরণ করেছিলেন। (Ibn 'Abdul Bar ND, 621) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীগণও স্বেচ্ছায় বাজার তদারকির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সামরা বিনতে নাহীক আল-আসাদিয়্যাহ রা. সম্পর্কে ইব্ন আব্দুল বার লিখেছেন:

أَدْرَكَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمِرَتْ، وَكَانَتْ تَمُرُّ فِي الْأَسْوَاقِ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَضْرِبُ النَّاسَ عَلٰى ذَالِكَ بِسَوْطٍ كَانَ مَعَهَا.

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর যুগ পেয়েছেন এবং তাঁর পরেও জীবিত ছিলেন। তিনি বাজারে ঘুরতেন, সৎকাজের নির্দেশ দিতেন, অসৎকাজ করতে নিষেধ করতেন এবং তাঁর

১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিমিত্ত শরী'আহ আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে শরী'আহভিত্তিক জীবন-যাপনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আল-হিসবাহ বলে।

সাথে থাকা চাবুক দ্বারা প্রয়োজনে দুষ্টদের আঘাত করতেন। (Ibn 'Abdul Bar ND, 1863) প্রিয় নবী ﷺ খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

৬.২ খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে

রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালি যুগে খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর উমার রা. কে বিচার বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। দীর্ঘ এক বছর অতিবাহিত হলেও কোন লোক অভিযোগ নিয়ে বিচারকের কাছে আসেননি। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত নির্দেশনার বাস্তব ফল।

উমার রা.- এর শাসনামলে তিনি বাজার, লোকালয়, মসজিদসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখতেন। তিনি চাবুক হাতে নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতেন, ব্যবসায়ীদেরকে সব ধরনের প্রতারণা বর্জনের নির্দেশ দিতেন, সতর্ক করতেন এবং প্রতারণাকারী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতেন (Aṭ Ṭabarī 2010, 64)।

তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসউদ আল-হুযালী, সুলায়মান ইবন আবি হাসমাকে সামগ্রিক বিষয় অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেন। অন্যদিকে মহিলাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিফা বিনতে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুশ শামস আল-আনসারিয়্যাকে এবং মদীনার বাজার তদারকির জন্য সায়েব ইবন যিয়াদকে দায়িত্ব প্রদান করেন। (Aẓ Ẓāhir & Tabarrā'. 1997, 120) তাঁরা ভেজাল প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

উসমান রা. খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় তদারকির পাশাপাশি ভেজাল বিরোধী অবস্থানে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি উমার রা.- এর মত অপরাধীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেওয়ার জন্য সাথে চাবুক রাখতেন এবং তাঁর লাঠি উমার রা.- এর লাঠির চেয়ে কঠোর ছিল। (Al katānī 1986, 289) তিনি হিসবাহ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আল-হারিছ ইবনুল 'আস ও সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন (Aẓ Ẓāhir & Tabarrā'. 1997, 120)।

আলী রা. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ভেজাল প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হাতে চাবুক নিয়ে বাজারে ঘুরতেন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতেন (Ibn S'ad 1960, 28)। তিনি হিসবাহ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন।

৬.৩ উমাইয়া যুগে

উমাইয়া শাসনামলেও ভেজাল প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। এ যুগে হিসবাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। উমাইয়া শাসক যিয়াদ ইবন আবীহি বসরার গভর্নর থাকাকালে জা'দ ইবন কায়েস আন-নামারীকে দুর্নীতি ও বাজারে সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ দেন। (Aṭ Ṭabarī 2010, 107) এ যুগে

খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হতো।

৬.৪ আব্বাসী যুগে

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, ভেজাল বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আব্বাসী যুগে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। হিসবাহ প্রশাসনের আওতায় আব্বাসী যুগে বাজার তদারকির পাশাপাশি পরিমাপ পদ্ধতি ও পরিমাপযন্ত্র নিরীক্ষা, পণ্য মজুতদারীসহ বিভিন্ন বিষয় নজরদারী করা হতো। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ হিসবাহ প্রশাসক পদে বিচারপতি অথবা ন্যায়পরায়ণ হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিয়োগ প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতেন (Ibn kathīr 1997, 126)। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ভেজাল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত অপরাধীদের শাস্তির বিধান দিতেন।

এমনিভাবে ফাতেমী যুগে, উসমানী যুগে এবং ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম চলমান ছিল। অপরাধীদেরকে সতর্ক করাসহ বিভিন্ন শাস্তি প্রদানের জন্য হিসবাহ প্রশাসন ব্যবহার করা হতো।

৭. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা

খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার নীতিমালার আলোকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার মাধ্যমে ভেজাল প্রতিরোধ করা সহজ হবে। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো–

৭.১ হালাল পণ্য বাজারজাত করা

ইসলামী শরী'আতে হালাল পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও অপবিত্র বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারজাত করা নিষিদ্ধ এবং অপরাধমূলক কাজ। জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامْ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ মাদকদ্রব্য, মৃত প্রাণী, শূকর ও প্রতিমা ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন (Al Bukhārī ND, 2236) ।

যেহেতু হারাম ও অপবিত্র বস্তু ব্যবহার করা এবং এর দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম ও গুনাহের কাজ; তাই এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারামের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গোত্রের জন্য কোন বস্তু হারাম করেন তাদের জন্য সেটারবিক্রয় মূল্যও হারাম করেন (Abū dāūd 1997, 3488)।

চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ও অন্যান্য হারাম পন্থায় অর্জিত মালামাল হারাম এবং এগুলো বাজারজাত করাও হারাম। রাসূল ﷺ বলেছেন:

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.

যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে চোরাই মাল ক্রয় করে, সে তার গুনাহ ও অপমান-লাঞ্ছনায় শরীক হলো (Al ḥākim, 1990, 2/2253)।

অবৈধ বস্তু বাজারজাতকরণ থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র ও বৈধ বস্তু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ হালাল এবং ভেজালমুক্ত পণ্য সামগ্রী পেতে পারেন।

৭.২ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা:

ইসলাম প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা সমর্থন করে না। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় তথ্য গোপনপূর্বক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বিশ্বাসঘাতকতামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

এর চেয়ে গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে যে, তুমি তোমার ভাইকে মিথ্যা বিবৃতি দিলে আর সে তোমাকে বিশ্বাস করলো! (Muslim ND,164)।

অসত্য বিবরণ দিয়ে কারো কাছে পণ্য বিক্রয় করা জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা মানুষকে ঠকানো হয়, যা কোন মুসলমান ব্যবসায়ীর আচরণ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْم.

মু'মিন ব্যক্তি সরল ও ভদ্র হয়ে থাকে এবং পাপাচারী প্রতারক ও নিন্দুক হয়ে থাকে। (Al-Bukhārī ND, 106) ইসলামের নিয়মানুযায়ী মু'মিন হিসেবে অন্য মু'মিনের সাথে যথাযথ ব্যবহার করে ব্যবসা করা উচিত।

৭.৩ ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে ব্যবসা করা

শান্তির ধর্ম ইসলাম সকল কাজে নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। আচরণে নম্রতা থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاِذَا اقْتَضَى.

আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি দয়াপরবশ হন, যে ক্রয়-বিক্রয়ে ও পাওনা আদায়ে নম্র ব্যবহার করে (Al-Bukhārī ND, 1946) ।

ব্যবসায়ীদের জন্য এ গুণ ব্যবসায় উন্নতির সেরা মাধ্যম হতে পারে। যে ব্যবসায়ীর আচরণ উত্তম, ক্রেতাগণ তার কাছে যেতে বেশি আগ্রহী হয়। নিজের পরিশ্রমের টাকায় পণ্য ক্রয় করবেন, আবার বিক্রেতার মন্দ আচরণ সহ্য করবেন এমনটা কোন ক্রেতা কামনা করেন না।

৭.৪ বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা

অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার আশায় পণ্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। ইসলামী শরী'আতে এটা হারাম। এর কারণে বাজারে পণ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ

ব্যাহত হয় এবং উৎপাদনকারী প্রকৃত মূল্য পায় না। সাধারণ মানুষের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।মা'মার রা.বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.

যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে, সে পাপী (Muslim ND,1605)।

পণ্য মজুদ করে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কারণে হাদীস শরীফে মজুদদারদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী এবং দুনিয়াবী শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

যারা মুসলমানদের থেকে নিজেদের খাদ্যশস্য আটকে রেখে মজুদদারী করে আল্লাহ তাদের উপর কুষ্ঠরোগ ও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন। (Ibn Mājah ND, 2155)

পণ্য মজুদ করা ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক। সুতরাং পণ্য মজুদ করে কাউকে কষ্ট দেওয়া কখনো সমীচীন হতে পারে না।

৭.৫ নিয়মিত বাজার তদারকি করা

অসাধু ব্যবসায়ীদের ভেজাল প্রতিরোধে ও ক্রেতা ঠকানো বন্ধ করার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বাজারে যেতেন এবং খোঁজ-খবর রাখতেন। খাদ্যপণ্যে ভেজাল দৃষ্টিগোচর হলে বিক্রেতাকে সতর্ক করতেন এবং পরকালীন কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বাজার তদারকিতে গুরুত্বারোপ করা হতো। খলীফা উমার রা. আব্দুল্লাহ ইবন উৎবা রা. কে বাজার তদারকির জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগ দান করেছিলেন। (Raḥman 2011, 45-47) খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্যান্য খলীফাগণ, ইসলামী খিলাফতের সকল খলীফা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শাসনামলে নিয়মিত বাজার তদারকি করা হতো।

বর্তমানে প্রচলিত ব্যবসায়িক প্রতারণা বন্ধে প্রতিনিয়ত বাজার মনিটরিং করার বিকল্প নেই। কোন ব্যবসায়ী যাতে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে, সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রতারক ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা ও শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা গেলে ব্যবসায় প্রতারণা সম্পূর্ণভাবে কমে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৮. খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামী শাসনামলে খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে অপরাধীকে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করা হতো। সেটা কথার দ্বারা হোক, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন; অথবা প্রহারের দ্বারা হোক। যেমন, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে এ ধরনের অপরাধীকে প্রহার করা হতো। (Aṭ Ṭabarī 2010, 64) সে সময়ে খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী অপরাধীদেরকে কোন ছাড় দেওয়া হতো না। যত প্রভাব বিস্তারকারী হোক না কেন,

অপরাধীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হতো। শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, যাতে অনুরূপ অপরাধীরা শাস্তি প্রয়োগ দেখে সতর্ক হয়ে অপরাধ সংঘটন থেকে বেঁচে থাকতে পারতো।

বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ব্যবসায়ীকে তাৎক্ষণিক শারীরিক কোন শাস্তি দেওয়া হয় না। তবে অপরাধ বিবেচনায় অর্থদণ্ড অথবা কারাদণ্ডের বিধান প্রয়োগ করা হয়। খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত দণ্ডবিধি ১৮৬০, বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯, বিশুদ্ধ খাদ্য নীতিমালা ১৯৬৭, বিশুদ্ধ খাদ্য আইন (সংশোধিত) ২০০৫, ভ্রাম্যমাণ আদালত অধ্যাদেশ ২০০৯, পয়জনস অ্যাক্ট ১৯১৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩সহ আরও অনেক আইন রয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে খাদ্যে ভেজাল মেশানো সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। ওই আইনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১৪ বছরের কারাদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ২৭২ ও ২৭৩ ধারায় খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তির বিধান রয়েছে। ২৭২ ধারায় বিক্রয়ের জন্য খাদ্য ও পানীয়তে ভেজাল মেশানোর দায়ে ব্যক্তিকে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। ২৭৩ ধারায় ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় বিক্রয়ের অপরাধেও ৬ (ছয়) মাসের শাস্তির বিধান রয়েছে। খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে এবং ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এ সকল আইনের প্রয়োগ নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এমনকি কারো কথিত শাস্তি হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। বর্তমানে দেশে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে (ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই এবং বাংলাদেশ পুলিশ এর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান কর্তৃক পরিচালিত) খাদ্যে ভেজাল মেশানো অপরাধী ব্যক্তিদের বিচার করা হয়। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। তবে এতে শাস্তির মেয়াদ কম। এই কারণে গুরুতর অপরাধ করেও ভেজালকারীরা কম সাজায় পার পেয়ে যায় (Jayjaydin, May.21,2019)।

আমাদের দেশের বর্তমান পেক্ষাপটে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ বিলম্বিত হওয়ার কারণে অনেক অপরাধী ছাড় পেয়ে বীরদর্পে অসদুপায়ে ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যপণ্য বিক্রয় করে থাকে। তারা আধুনিক প্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে ভেজালের নতুন ধরন বের করে অসাধু পন্থায় ব্যবসা পরিচালনা করে। তবে ভেজালবিরোধী অভিযানে দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা ও কর্মকর্তাদের সঠিক ও জবাবদিহিতামূলক কর্মকাণ্ডের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের সফলতা এবং আইনের পূর্ণ কার্যকারিতা। প্রশাসন স্বাধীনভাবে যথাযথ আইন প্রয়োগ করলে অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে ভেজাল পণ্য বিক্রয় করা সম্ভবপর হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

৯. উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধের উপায় ও সুপারিশসমূহ

ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপণ্য পাওয়া সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। নাগরিকদের এ অধিকার পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভেজালমুক্ত খাদ্যদ্রব্য নিশ্চিত করার জন্য নিম্নে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরছি:

৯.১ সচেতনতা বৃদ্ধি

অসাধু ও প্রতারকব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নাগরিকদেরকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতারকদেরকে বয়কট করে সৎ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খাদ্যপণ্য ক্রয় করা যেতে পারে। ভেজাল প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

৯.২ তদারকি জোরদারকরা

কেবল মাঝে মাঝে নয়, বরং রুটিন মাফিক নিয়মিত বাজার তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভবপর হবে। জনবলের সংকট থাকলে প্রয়োজনে জনবল বাড়াতে হবে।

৯.৩ আইন যথাযথ কার্যকর ও প্রয়োগ করা

ভেজাল মিশিয়ে বিক্রয়কারী অসাধু ও প্রতারক ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত এবংদৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। `Justice delayed justice denied`– বিচার বিলম্ব করা বিচার বঞ্চিত করার শামিল। তাই আমাদের দেশে বিচারকার্য সম্পাদনে যে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে, সঠিক বিচারের স্বার্থে এর অবসান ঘটিয়ে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে হবে। কোন অপরাধী যেন আইনের ফাঁকফোঁকরে শাস্তি থেকে রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৪ প্রচলিত আইনের সংস্কার ও সীমাবদ্ধতা দূর করা

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্তে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা প্রয়োজন। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিদ্যমান প্রচলিত আইন(নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩) প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দ্রুত কার্যকরী আইন প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো শক্তিশালী করে আইনের সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে।

৯.৫ ভেজাল পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন

আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল পরীক্ষার ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাদ্যে ফ্লেভার ও রং পরীক্ষার জন্য মানসম্মত পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পৃথক খাদ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সায়েন্স ল্যাবরেটরীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে ভেজাল পরীক্ষা জোরদার করতে হবে।

৯.৬ ক্ষতিপূরণ দেওয়া

ভেজাল মেশানো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে প্রতারণার শিকার ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রতারক ব্যবসায়ীদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে হবে। কেউ ক্ষতিপূরণ না দিলে তার ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করে দিতে হবে।

৯.৭ ব্যবসায়ীদের মানসিকতার পরিবর্তন সাধন

মানুষের জীবন ধারণের অন্যতম উপাদান খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসার সাথে জড়িত সকল ব্যবসায়ীদেরকে সততা ও আমানতদারিতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে। সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের জন্য পরকালীন মহা পুরস্কার লাভের আশায় ব্যবসায় ভেজাল মেশানো পরিত্যাগ করতে হবে।

৯.৮ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আখিরাতের ভয় জাগ্রত করা

আলেমদের দায়িত্ব হলো, ব্যবসায় ভেজাল মেশানোর পরকালীন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদেরকে সতর্ক করতে হবে। তাদের ভিতরে আখিরাতের কঠিন শাস্তির ভীতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

৯.৯ তাকওয়ার চর্চা করা

ব্যবসায়ীদের অন্তরে তাকওয়াবোধ তথা খোদাভীতি লালন করতে হবে। ভেজাল মেশানোর মতো জঘন্য কাজের বিষয়ে কেউ অবগত না হলেও মহান আল্লাহর চোখে ফাঁকি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাকওয়ার চর্চা চালু থাকলে ভেজাল মিশ্রণ নিশ্চিতভাবে কমে আসবে।

৯.১০ রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনা প্রয়োগ

ব্যবসায় ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনার আলোকে ব্যবসা পরিচালনা করলে ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের প্রশ্নই থাকবে না। তিনি যে যুগোপযোগী নির্দেশনা দিয়েছেন তার প্রয়োগের সুফল ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ভোগ করতে পারবেন।

১০. উপসংহার

সমাজে প্রচলিত ভেজালের মাধ্যমে প্রতারণা প্রতিরোধে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। ভেজাল প্রতিরোধে প্রিয় নবী ﷺ- এর নির্দেশনা অনুসরণ-অনুকরণের বিকল্প নেই। সাধারণ ক্রেতা ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম সেরা উপায় হিসেবে আমাদের আজ রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নির্দেশনার প্রয়োগ করা দরকার। তাঁর যুগান্তকারী ও বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটানো একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাঁর নির্দেশনা মেনে চললে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ব্যবসায়ীদের মনোভাব থাকবে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু অবলোকন করছেন এবং তাঁর কাছে সকল বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে, সুতরাং ভেজাল মিশিয়ে প্রতারণার মত জঘন্য কাজ করলে তাঁর রোষানল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ- আইয়্যামে জাহিলিয়ার ঘোর অমানিশা থেকে মুক্ত করে মানুষকে যে অমোঘ বিধান ও অনুসরণীয় নির্দেশনার মাধ্যমে হালাল পন্থায় ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করে পূর্ণ ইনসাফের সাথে ব্যবসা পরিচালনায় সক্ষম করেছিলেন, তার বাস্তবায়ন ঘটানোর দ্বারা বর্তমান ঘুণে ধরা সমাজকেও সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর

করা সম্ভবপর হবে। আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু উত্তম আদর্শ, তাই মু'মিন হিসেবে আমাদের সর্বদা তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করা অত্যাবশ্যক। ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি।

Bibliography

Al-Qur'ān Al-Karīm

'Al 'Aabbād, 'Abd Al Muḥsin. 2018 *Sharḥ Sunan Abī Dāūd*.

Abū Dā'ūd, Sulaimān Ibn Al-Ash'ath Ibn Isḥāq Al-Azdī Al-Sijjistānī. 1997. *As Sunan.* Dhaka: Maktabatul Fataḥ Bangladesh.

Abū Ḥabīb, S`Adī. 1993, *Al-Qāmūsul Fiqhī.* Dimashq: Dārul Fikr

Al Dūsarī, 'Abd Al Muḥsin Ibn Nādir. 1996, *Aḥkām Al Ghish At Tijārī Fīl Fiqh Wan Niẓām*. Riyāḍ: Imam Sa ūd University.

Al Ḥaddādī, 'Abd Al Raūf. 1990, *At Tawfīq 'Ala Muhimmāt At Ta'rīf.* Qāhira: 'Alam Al Kutub.

Al Ḥākim, Abu 'Abdullah Muḥammad Ibn 'Abdullah An-Naisābūrī, 1990, *Al-Mustadrak 'Alas-ṣaḥīḥain,*Bairūt: Dārul Kutub Al 'Ilmiyyah. Vol: 2

Al-Bukhārī, Abū 'Abdulluah Muhammad Ibn Ismā'īl. ND. *Al-Adabul Mufrad,* Qāhira: Dārul ḥadīs.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdulluah Muhammad Ibn Ismā'īl. ND. *Al-Ṣaḥīḥ.* Dhaka: Maktabatul Fataḥ Bangladesh.

Al katānī, `Abdul Ḥai. *Niẓāul Ḥukūmatin Nubūbiyyah Al Musammā At Tarātībul Idariyyah*. 1986, Bairūt: Dārul Kitāb Al `Arabī. Vol.: 1. 289

Aṭ Ṭabrānī, abūl Qāsim. 1985. *Al-Mu'jam Al-Sag*īr. Bairūt: Dārul `Ammār.

At Taḥrīk. 2008. *Gura dude Melamain: Amader Koroniyo.24-26*

At-Tirmīdhī, abū 'īsā Muhammad ibn 'īsā as-sulamī. ND.*Sunan at-tīrmīdhī*. Dhaka: Maktabatul Fatah Bangladesh.

Aẓ Ẓāhir, Khālid khalīl & Tabarrā', Ḥasan Musṭafā. 1997, *Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtisādiyah lil Mujtama` Al `Arabī Al Islāmī*. `Amman: Dārul Masīrah. 120

Doinik Bangladesh Protidin, May. 6,2019

Haque, dr. Enamul. 2012, *Beboharik bangla ovhidan,* Dhaka: Bangla Academy. 936.

Ibn 'Abdul Bār. ND. *Al Isti`āb fī Ma`rifatil Asḥāb.* Qāhira: Maktabah Nahdah Misor. 621, 1863.

Ibn Kathīr. *Al Bidāyah wan Nihayah.* 1997. Bairūt: Dāru Iḥyait Turāsil `Arabī. 126

Ibn Mājah, abū 'Abdullah.ND. *Sunan ibn Mājah.* Dhaka: Maktabatul Islamia

Ibn Mālik, Anas. ND.*Muattā,* Buirot: Dārush shamsi.

Ibn Manẓūr,Muhammad ibn mukarram ibn 'Ali ibn Ahmad Alm Anṣārī.ND.*Lisanul 'Arab*. Bairut: Daru S'adir.

Ibn Mūsa naṣr, Dr. Muhammad. 2008. *Jarīmatul ghish fīl mawād All ghidhāe'yah.* Dhubai: MaktaBatul furqān.

Ibn Taimīya, Taqi Ad dīn'Abul Abbas Ahmad ibn 'abdul ḥalīm. ND, *Al hisbah fīl Islām.* Bairut: dārul kutub Al 'ilmiyya.

Ibn S'ad, Abū `Abdullah Muḥammad. 1960, *At Ṭabaqatul Kubrā*. Bairut: Daru S'adir. Vol.: 3. 28

Īsā bīkun, Rafīq. 2014. *Bebshai Islami Noytikota.* Dhaka: Bangladesh

Islam, Zohirul. 2020. *Matratirikto Monafa Orjon Islam e Nishiddo.* 83.

Islamic Foundaation Potrika. 3 (2011): 45-47.

Jayjaydin. May.21,2019.

Khaīr, Jakir Ullah. ND. *Bebsha- Banijje: Koroniyo O Borjonio.*7

Majūmdār, dr. Md. Delowar Hossain, 2016, Khadde Vejal O er Khotikarol Provab, https://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/ogrohayon, 1423.

Muslim, 'Abū al- Ḥusaīn Muslim ibn Al Ḥajjāj. ND. *Al-Musnad al-ṣaḥīḥ.* Dhaka: Maktabatul fatāh.

Nasman, Muhammad 'Abdul Karīm. 2019, *Jarimatul Ghish Fil Mawad al-Gizayah wal Asar al-Mutarattabah Alayha,* Gazah: Islamic University. 8-18

Nirapod khaddo Ain. 2013

Prothom Alo, Aug. 26 2010, Aug. 11 2011, Janu. 16 2018, Sep. 17 2021.

Raḥman, Siddīqur. 2002. *Mainor Act.* Dhaka: New Worsy Book corporation.

Roḥim, Dr. Shah 'Abdur. 2011. *Islamī sharī'ah te Halal Haram o Kabīrā Ghonah.* Dhaka: Shonali Shopan.